36863 - মদনিা মনোওয়ারা যয়িারতকারীর জন্য কছিু ইসলামী দকি-নর্দিশেনা

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি কছিু ভাইদরেকে চনিি যারা এ বছর হজ্জ আদায় করার পর মসজদিে নববী যয়িারত করবে; তারা আপনাদরে কাছে নসীহত ও দকি-নর্দিশেনা চাচ্ছে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

রাসূলরে শহরে আগমনাকারী প্রয়ি ভাইগণ! আপনারা উত্তম স্থানে এসছেনে, উত্তম গনমিত নতিে এসছেনে। ত্বাইবা শহরে আপনাদরে অবস্থান শুভ হোক। আল্লাহ আপনাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননি। আপনাদরে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো পূর্ণ করে দনি। মোস্তফা-মোখেতাররে হজিরত ও নুসরতরে ভূমতিে আপনাদরে স্বাগতম। শ্রষ্ঠেতম সাহাবাদরে হজিরতস্থলে, আনসারদরে বাসভূমতিে আপনাদরে স্বাগতম। এখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে মসজদি যয়িারতকারী ভাইদরে জন্য কছিু দকি-নর্দিশেনা উল্লখে করব:

১. ত্ববা শহর আগমনকারী প্রয়ি ভাইগণ, মক্কার পরে সর্বোত্তম স্থান ও মর্যাদাবান শহরে আপনারা এসছেনে; সুতরাং এ শহরকে যভোবে মর্যাদা দয়ো দরকার সভোবে মর্যাদা দনি, এর পবত্রিতা রক্ষা করুন, এখানে আদব ও শষ্টিাচাররে পরাকাষ্ঠা বজায় রখেে চলুন। জনেে রাখুন, যে ব্যক্তি এখানে কোন অন্যায় করবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দয়োর হুমকি দয়িছেনে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করছেনে তনিি বলনে: "মদনিা হচ্ছে- হারাম (পবত্রিস্থান)। যে ব্যক্তি মদনিাতে কোন অন্যায় করবে, কংিবা কোন অন্যায়কারীকে আশ্রয় দবিে তার উপর আল্লাহর লানত, ফরেশেতাদরে লানত এবং সকল মানুষরে লানত। কয়িামতরে দনি আল্লাহ তার কোন ফরয কংিবা নফল আমল কবুল করবনে না।"[সহহি বুখারী (১৮৬৭) ও সহহি মুসলমি (১৩৭০)]

সুতরাং যে ব্যক্তি মদনিাতে কোন গুনাহর কাজ করবে কংিবা কোন গুনাহকারীকে আশ্রয় দবিে, রক্ষা করবে; সে ব্যক্তি নকিৃষ্ট আযাবরে সম্মুখীন হবে, আল্লাহর গযবরে শকিার হবে।

মারাত্মক গুনাহ হচ্ছে- মদনিার পবত্রি পরবিশেকে প্রকাশ্যে বদিাত করার মাধ্যমে কলুষতি করা। নানারকম কুসংস্কাররে মাধ্যমে এ শহরকে দূষতি করা। বদিাতী প্রবন্ধ-নবিন্ধ, শরিকী বই-পুস্তক ও শরয়িত গর্হতি বষিয়াদি প্রচার করার মাধ্যমে

এ ভূমরি পবত্রিতা নষ্ট করা। এসব গুনাহকারী ও গুনাহকারীকে আশ্রয়দাতা উভয়ে সমান পাপী।

২. মসজদিে নববী যয়িারত করা সুন্নত; ওয়াজবি নয়। হজ্জরে সাথে এর কোন সম্পর্ক নইে; এটি হজ্জকে পূর্ণ করবে এমন কছিু নয়। মসজদিে নববীর যয়িারতকে হজ্জরে সাথে সম্পৃক্ত করে যসেব হাদসি বর্ণতি হয়ছেে এর সবগুলো মাওজু (বানোয়াট) ও মথি্যা। যে ব্যক্তি তাঁর মদনিার সফররে মাধ্যমে মসজদিে নববী যয়িারত ও মসজদিে নববীতে নামায পড়ার উদ্দশ্যে করবে তার উদ্দশ্যে পূণ্যময়, তাঁর আমল সওয়াবসম্ভাব্য। আর যে ব্যক্তরি সফররে উদ্দশ্যে কবর যয়িারত ও কবর-ওয়ালাদরে কাছে সাহায্যপ্রার্থনা ছাড়া অন্য কছিু নয় তার উদ্দশ্যে হারাম, তার কর্ম মন্দ। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "তনি মসজদি ছাড়া অন্য কোন গন্তব্যে সফর করা যাবে না: মসজদিে হারাম, আমার এই মসজদি ও মসজদিে আকসা।"[সহহি বুখারী (১১৮৯) ও সহহি মুসলমি (১৩৯৭)]

জাবরে (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "সফর করার সবচয়েে উত্তম গন্তব্য হচ্ছ- আমার এ মসজদি ও বাইতুল আতকি (কাবা)"[মুসনাদে আহমাদ (৩/৩৫০), আলবানী তাঁর 'আল-সলিসলিাতুস সহহিা' গ্রন্থে (১৬৪৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

৩. মদনিার মসজদিে নামায আদায়রে সওয়াব বহুগুণ; আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী সটো ফরয নামায হোক কংিবা নফল নামায হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: "আমার এ মসজদিে নামায আদায় করা অন্য মসজদিে নামায আদায় করার চয়েে এক হাজার গুণ বশেি সওয়াব; তবে মসজদিে হারাম ছাড়া"[সহহি বুখারী (১১৯০) ও সহহি মুসলমি (১৩৯৪)]

তবে, নফল নামায ঘরে পড়া মসজদিে পড়ার চয়েে উত্তম; এমনকি সটো বর্ধতি সওয়াবরে চয়েেও উত্তম। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "ব্যক্তরি সর্বোত্তম নামায হচ্ছে তার নজি ঘরে নামায আদায় করা; শুধু ফরয নামায ছাড়া।"[সহহি বুখারী (৭৩১)ও সহহি মুসলমি (৭৮১)]

৪. এ মহান মসজদিরে যয়িারতকারী প্রয়ি ভাই, জনেে রাখুন মসজদিে নববীর কোন অংশ স্পর্শ করে কংিবা চুম্বন করে বরকত গ্রহণ করা জায়যে নয়; সটো মসজদিরে পলিার, দয়োল, দরজা, মহেরাব কংিবা মম্বির যাই হোক না কনে। অনুরূপভাবে নবীজরি হুজরা স্পর্শ করা, চুম্বন করা কংিবা কাপড় দয়িে মুছে বরকত নয়ো জায়যে নয়; হুজরার চতুর্দকিে তাওয়াফ করাও জায়যে নয়। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করে ফলেছেনে তার উপর তওবা করা ও পুর্নবার এমন কাজ না করা ফরয।

৫. যে ব্যক্তি মসজদিে নববী যয়িারত করবনে তার জন্য রয়িাযুল/রয়িাদুল জান্নাতে দুই রাকাত নামায আদায় করা কংিবা যত রাকাত তনিি পারনে নামায পড়া বধিানসম্মত। যহেতেু এর ফযলিত সাব্যস্ত। আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে তনিি বলনে: "আমার ঘর ও আমার মম্বিররে মাঝরে স্থানটুকু-রাওদাতুন মনি রয়িাদলি জান্নাহ (জান্নাতরে এক টুকরা বাগান) এবং আমার হাউজ আমার মম্বিররে উপর রয়ছেে।"[সহহি বুখারী (১১৯৬) ও সহহি মুসলমি (১৩৯১)]

ইয়াজদি ইবনে আবু উবাইদ থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি সালামা বনি আকওয়া এর সাথে আসতাম এবং মুসহাফরে নকিটবর্তী পলিাররে কাছে নামায পড়তাম। অর্থাৎ রয়িাদুল জান্নাতে। আমি বললাম: হে আবু মুসলমি, আপনাকে দখেি এ পলিাররে কাছে নামায পড়তে বশেি আগ্রহী? তনিি বলনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পলিাররে কাছে নামায পড়তে আগ্রহী দখেছেি।[সহহি বুখারী (৫০২) ও সহহি মুসলমি (৫০৯)]

তবে, রয়িাদুল জান্নাতে নামায পড়ার আগ্রহ যনে অন্য মানুষকে কষ্ট দয়ো, দুর্বলকে ধাক্কা দয়ো কংিবা মানুষরে ঘাড় টপকে যাওয়ার পর্যায়ে গয়িে না ঠকেে।

৬. মদনিা যয়িারতকারী ও মদনিার বাসন্দিাদরে জন্য মসজদিে কুবাতে এসে নামায আদায় করার বধিান রয়ছেে— নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে অনুসরণে ও উমরার সওয়াব পাওয়ার নমিত্তিে। সাহল বনি হানফি থকেে বর্ণতি তনিি বলনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যে ব্যক্তি (তার ঘর থকেে) বরে হয়ে এই মসজদিে আসবে অর্থাৎ মসজদিে কুবাতে এবং নামায আদায় করবে সে ব্যক্তি উমরার সমপরমিাণ সওয়াব পাবে" [মুসনাদে আহমাদ (৩/৪৮৭) ও সুনানে নাসাঈ (৬৯৯), আলবানি তাঁর 'সহহি তারগীব' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি বলছেনে (১১৮০, ১১৮১)]

সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে এসছেে- "যে ব্যক্তি তাঁর ঘর থকেে পবত্রিতা অর্জন করবে অতঃপর মসজদিে কুবাতে এসে নামায আদায় করবে সে উমরার সমপরমিাণ সওয়াব পাবে।"[সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪১২)]

সহহি বুখারী (১১৯১) ও সহহি মুসলমিে (১৩৯৯) এসছেে- "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি শনবিার পায়ে হঁটেে কংিবা সওয়ারী হয়ে মসজদিে কুবাতে এসে দুই রাকাত নামায আদায় করতনে।"

৭. সম্মানতি যয়িারতকারী ভাই, মসজদিে নববী ও মসজদিে কুবা এ দুই মসজদি ছাড়া মদনিার আর কোন মসজদি যয়িারত করার বধিান নইে। কুরআন-হাদসিে ও সাহাবায়ে করোমরে আমলে যদি কোন ভূখণ্ড যয়িারত করার দললি না থাকে তবে কোন যয়িারতকারীর জন্য কংিবা অন্য কারো জন্য নকেীর আশায় সে ভূখণ্ডরে উদ্দশ্যেে সফর করা ও সখোনে গয়িে ইবাদত করার কোন বধিান নইে; ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থানগুলোতে বা মসজদিগুলোতে নামায পড়ছেনে সগেুলো খুঁজে খুঁজে সখোনে নামায পড়া, দোয়া করা, ইত্যাদি ইবাদত করা শরয়িতরে বধিানে নইে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব স্থানকে উদ্দশ্যে করার আদশে করনেনি, যয়িারত করতে উদ্বুদ্ধ করনেনি। মারুর বনি সুওয়াইদ (রহঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: "আমরা উমর বনি খাত্তাম (রাঃ) এর সাথে বরে হয়ছেলিাম। পথে আমরা একটি মসজদি পলোম। লোকেরো ছুটে গয়িে সে মসজদিে নামায আদায় করল। তখন উমর (রাঃ) বললনে: তাদরে কি হয়ছে? তারা বলল: এই মসজদিে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করছেনে। তখন উমর (রাঃ) বললনে: হে লোক সকল, তোমাদরে পূর্ববর্তী উম্মতরো এ ধরণরে কর্মরে মাধ্যমে ধ্বংস হয়ছে। এমনকি তারা এ স্থানগুলোতে উপাসনালয় স্থাপন করছে। এ ধরণরে কোন স্থান

অতক্রিম করার সময় যদি কারো নামাযরে সময় হয় তাহলে সে নামায পড়তে পারে। আর যার নামাযরে সময় না হয় সে তার যাত্রা অব্যাহত রাখবে।[মুসান্নাফ ইবনে আবু শায়বা (৭৫৫০)]

৮. মসজদিে নববী যয়িারতকারী পুরুষদরে জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কবর ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এর কবর যয়িারত করে সালাম দয়ো ও তাদরে জন্য দোয়া করা বধিানসম্মত। পক্ষান্তরে, আলমেদরে বশিুদ্ধ মতানুযায়ী নারীদরে জন্য কবর যয়িারত করা নাজায়যে। দললি হচ্ছে- সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৬), সুনানে তরিমযিি (৩২০) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৭৫) গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যয়িারতকারী নারীদরে উপর লানত করছেনে"[আলবানী 'ইসলাহুল মাসাজদি' গ্রন্থে হাদসিটকিে সহহি আখ্যায়তি করছেনে]

আরকেটি দললি হচ্ছে, সুনানে তরিমযিি (১০৫৬) গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধকি কবর যয়িারতকারী নারীদরে উপর লানত করছেনে। তরিমযিি বলনে: হাদসিটি হাসান। এ হাদসিটি মুসনাদে আহমাদ (২/৩৩৭), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৫৭৪) ও মশিকাতুল মাসাবহি (১৭৭০) গ্রন্থওে বর্ণতি হয়ছেে। আলবানী 'সহহিুত তরিমযিি' গ্রন্থে (৮৪৩) হাদসিটকিে হাসান বলছেনে।

কবর যয়িারত করার পদ্ধতি হচ্ছে- যয়িারতকারী কবররে সামনে এসে কবররে দকিে মুখ করে দাঁড়য়িে বলবনে: "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ"। এরপর একহাত সমান ডানে সরে এসে আবু বকর (রাঃ) এর কবরে সালাম দবিনে। বলবনে: "আসসালামু আলাইকা ইয়া আবা বাকর"। আরও একহাত ডানে সরে এসে উমর (রাঃ) এর কবরে সালাম দবিনে। বলবনে: "আসসালামু আলাইকা ইয়া উমর"।

৯. মদনিা শরফি যয়িারতকারী পুরুষদরে জন্য বাকঈ কবরস্থানে শায়তিদরে কবর যয়িারত করা ও উহুদরে যুদ্ধে শহদিদরে কবর যয়িারত করার বধিান রয়ছেে; যাতে করে তাদরেকে সালাম দয়িে তাদরে জন্য দোয়া করা যায়। বুরাইদা (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে, তারা কবর যয়িারতে বরে হলে রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরেকে (এ দোয়াটি পড়া) শক্ষিা দতিনে: 'আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্ দয়িার মনিাল মু'মনিীন ওয়াল মুসলমিীন। ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু বকিুম লাহকিুন। নাসআলুল্লাহ লানা ও লাকুমুল আফয়িা' (অর্থ- এ কবরগুলোর মুমনি, মুসলমান বাসন্দিারা! আপনাদরে প্রতি শান্তি বর্ষতি হোক। নশ্চিয় আল্লাহ যখন চাইবনে তখন আমরাও আপনাদরে সাথে মলিতি হব। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদরে জন্য ও আপনাদরে জন্য নাজাত প্রার্থনা করছি)।[সহহি মুসলমি (৯৭৪ ও ৯৭৫)]

১০. দুইটি মহান উদ্দশ্যে কবর যয়িারতরে বধিান দয়ো হয়ছেে:

এক. যয়িারতকারী নজিে উপদশে গ্রহণ করা।

দুই. যার কবর যিয়ারত করা হচ্ছে তার জন্য দোয়া করা, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

কবর যিয়ারত করার শর্ত হচ্ছে বাতিল কোন কথা না বলা। এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে- শির্ক ও কুফরি করা। বুরাইদা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। তবে, এখন যারা যিয়ারত করতে চায় তারা যিয়ারত করতে পার। কিন্তু, কোন বাতিল কথা বলবে না।"[সুনানে নাসাঈ (২০৩৩), আলবানী 'সিলসিলা সহিহা' গ্রন্থে (৮৮৬) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম মুসলিমও (৯৭৭) হাদিসটি বির্ণনা করেছেন; তবে, 'বাতিল কথা বলবে না' এ অংশটি ছাড়া।

সুতরাং এ কবরগুলো তাওয়াফ করা, কিংবা অন্য কোন কবর তাওয়াফ করা, কবরের দিকে নামায পড়া, কবরের মাঝখানে নামায পড়া, কিংবা কবরের নিকটে কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ইত্যাদি ইবাদত করা জায়েয নেই। কেননা এসব কর্ম সৃষ্টিকুলের প্রতিপালকের সাথে শির্ক করার মাধ্যম, এগুলোর মাধ্যমে কবরগুলোকে ইবাদতের স্থান বানানো হয়; যদিও কবরের উপরে কোন স্থাপনা তৈরী করা না হোক। আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তাঁরা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের মুখের উপর এক টুকরা কাপড় দিয়ে ছিলেন। যখন তিনি তাপ অনুভব করতেন তখন কাপড়টি সরিয়ে রাখতেন। এ অবস্থায় তিনি বলেন: "ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর লানত হোক; তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়েছে।" তিনি তাদের কর্ম থেকে সাবধান করতে গিয়ে এ কথা বলেন।[সহিহ বুখারী (৪৩৬) ও সহিহ মুসলিম (৫২৯)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ হচ্ছে তারা যারা কিয়ামত সংঘটনের সময় জীবিত থাকবে এবং তারা যারা কবরগুলোকে মসজিদ বানাবে।"[মুসনাদে আহমাদ (১/৪০৫), এ হাদিসটি প্রধান অংশ 'মুয়াল্লাক' হিসেবে সহিহ বুখারীর 'ফিতান' অধ্যায়ের এর 'যুহুরুল ফিতান' পরিচ্ছেদে (৭০৬৭) উদ্ধৃত হয়েছে এবং সহিহ মুসলিমের 'ফিতান' অধ্যায়ের 'কুরবুস সাআ' পরিচ্ছেদে (২৯৪৯) উদ্ধৃত হয়েছে; তবে সেখানে কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টি বির্ণিত হয়নি।

আবু মারছাদ আল-গানাওয়ি (রাঃ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি: "তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে নামায পড়ো না।"[সহিহ মুসলিম (৯৭২)]

আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "গোটা পৃথিবী নামাযের স্থান; কেবল কবরস্থান ও বাথরুম ছাড়া"[মুসনাদে আহমাদ (৩/৮৩), সুনানে তিরমিযি (৩১৭) আলবানী 'ইরওয়াউল গালিল' গ্রন্থে (১/৩২০) হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবরের মাঝখানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।[সহিহ ইবনে হিব্বান (১৬৯৮), হাইছামি 'মাজমাউল যাওয়ায়েদ' গ্রন্থে (২/২৭) এ হাদিস সম্পর্কে বলেন: 'হাদিসটির রাবীগণ সহিহ হাদিসের রাবী']

কবররে উপর সজিদা দয়ো নাজায়যে। বরং এটি জাহলেি পৌত্তলকিতা, চন্তিাধারার অস্বাভাবকিতা ও ববিকেবুদ্ধরি দন্যৈতা। যয়িারতকারীদরে জন্য এ কবরগুলোকে স্পর্শ করা, চুম্বন করা, শরীররে বশিষে অংশ স্পর্শ করয়িে বরকত গ্রহণ করা নাজায়যে। রোগ নরিাময়রে জন্য কবররে মাটি সংগ্রহ করা, গায়ে মাখানো, কংিবা গোসল করার জন্য কছিু মাটি সাথে নয়ো নাজায়যে। বরকতরে নয়িতে যয়িারতকারীর জন্য তার চুলরে কংিবা শরীররে কোন কছিু অথবা টস্যিু পপোর কবরে পুতে রাখা কংিবা তার ছবি বা তার সাথে থাকা অন্য কছিু কবরে রখেে আসা নাজায়যে। অনুরূপভাবে নগদ অর্থ কংিবা শষ্যবীজ বা এ জাতীয় কোন খাদ্যদ্রব্য কবরে নক্ষিপে করা নাজায়যে। যে ব্যক্তি এমন কোন কর্মে লপ্তি হয়ছেে তার উপর ফরয তওবা করে নয়ো এবং এমন কর্মে পুনরায় লপ্তি না হওয়া। কবরে সুগন্ধি লাগানো, কবরওয়ালাদরে দয়িে কসম করা নাজায়যে। কবরওয়ালাদরে ওসলিা দয়িে কংিবা তাদরে মর্যাদা ও অধকিাররে দোহাই দয়িে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা নাজায়যে; বরং এটি হারাম ওসলিা ও শর্কিরে বাহন। কবর উঁচু করা ও কবররে উপর স্থাপনা নর্মিাণ করা নাজায়যে। কনেনা কবর উঁচু করা ও কবররে উপর স্থাপনা নর্মিাণ করা কবরকে সম্মান করার মাধ্যম এবং কবর দ্বারা ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার কারণ। যারা খরদিকৃত খাদ্য বা সুগন্ধি এসব গর্হতি কাজে ব্যবহার করবে মর্মে জানা যায় তাদরে কাছে এগুলো বক্রি করাও নাজায়যে।

মৃতব্যক্তদিরে কাছে বপিদমুক্ত-িপ্রার্থনা করা কংিবা সাহায্য প্রার্থনা করা কংিবা মদদ চাওয়া, অথবা অভাব দূর করার জন্য তাদরেকে ডাকা, কংিবা দুশ্চন্তিা দূর করা, কল্যাণ আনয়ন ও অকল্যাণ দূর করার জন্য প্রার্থনা করা শর্কিে আকবার (বড় শর্ক); এটি করলে সংশ্লষ্টি ব্যক্তি মুসলমি মল্লিাত থকেে বরে হয়ে যাবে এবং এটি তাকে পৌত্তলকি উপাসকে পরণিত করবে। কারণ দুশ্চন্তিা ও দুর্ভাবনা এক আল্লাহ ছাড়া কউে দূর করতে পারে না; তাঁর কোন শরকি নইে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "তনিইি আল্লাহ্ তোমাদরে রব। আধপিত্য তাঁরই। আর তোমরা তাঁর পরবির্তে যাদরেকে ডাক তারা তো খজেুর আঁটরি আবরণরেও অধকিারী নয়। তোমরা তাদরেকে ডাকলে তারা তোমাদরে ডাক শুনবে না এবং শুনলওে তোমাদরে ডাকে সাড়া দবেে না। আর তোমরা তাদরেকে যে শরীক করছে তা তারা কয়িামতরে দনি অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ আল্লাহর মত কউেই আপনাকে অবহতি করতে পারে না।"।[সূরা ফাতরি, আয়াত: ১৩-১৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: বলুন, 'তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া যাদরেকে ইলাহ্ মনে কর তাদরেকে ডাক, অতঃপর দখেবে যে, তোমাদরে দুঃখ-দন্যৈ দূর করার বা পরবির্তন করার শক্তি তাদরে নইে। তারা যাদরেকে ডাকে তারাই তো তাদরে রবরে নকৈট্য লাভরে উপায় সন্ধান করে যে, তাদরে মধ্যে কে কত নটিকতর হতে পার,ে আর তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তকিে ভয় কর।ে নশ্চিয় আপনার রবরে শাস্তি ভয়াবহ।"[সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৫৬-৫৭]

আল্লাহই ভাল জাননে।